সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর উত্থান , অত:পর…

জামায়াত-বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আলোচিত-সমালোচিত তরুন উদীয়মান রাজনীতিক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু। গেল মঙ্গলবার অনলাইন জুয়ায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার সম্পর্কে বেরিয়ে এসেছে বিচিত্রি সব তথ্য। কেউ বলেছে শিপু দানশীল ও পরপোকারী, কেউ বা বলেছে গরীবের বন্ধু, কারো কারো মুখে অনলাইন জুয়াড়ী, টেণ্ডারবাজ, নিয়োগ বাণিজ্যর হোতা। শিপুর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা। অনেকেই বলছে কেই এই শিপু? কিভাবে তার উত্থান এই নিয়ে চলছে নানা আলোচনা আর সমালোচনা। কোটি কোটি টাকার মালিক শিপুর অর্থ সম্পদ হলো কিভাবে? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচের উৎস কি?

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের ফরাজি পাড়ার এক কৃষক পরিবারের সন্তান সাহিদুজ্জামান শিপু। বাল্যকালে ১৯৯৪ সালের ২৯মে সাহিদুজ্জামান শিপুর পিতা আব্দুল কুদ্দুস, দাদা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও দুই চাচা চরমপন্থিদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়। শিশু বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে বেড়ে ওঠে। শিপুর দাদা জামায়াত ইসলামের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাপ-চাচারা করতেন বিএনপি। শিপুর নানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। পারিবারিক নিরাপত্তার কারনে কারনে শিশু শিপুকে নিয়ে তার মা চলে আসেন গাংনীতে। মামা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মরহুম কামরুজ্জামান বুড়োর কাছেই লালিত পালিত হন শিপু। সংসারে তার লেখা পড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের কাছে নিয়ে যায় প্রয়াত ছাত্র নেতা কামরুজ্জামান বুড়ো। ছাত্র অবস্থায় জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। মকবুল হোসেনের আর্শিবাদে ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সহসভাপতির পদ পান তিনি। রাজনীতির অঙ্গনে লড়াকু সৈেনিকর ভুমিকায় অভিভুত হয়ে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন তার পার্সোনাল সেক্রেটারি (পিএস) হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই থেকেই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন শিপু। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে বিত্ত বৈভবের মালিক হন তিনি। টেণ্ডারবাজি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের নিয়োগ বাণিজ্যর মূল হোতা হয়ে উঠে তরুণ শিপু। মকবুল হোসেন এমপির মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়োগ ও টেণ্ডারবাজির সবটুকুই দেখভাল করতো শিপু।

পান মখলেচুর রহমান মুকুল।

আরো একটি সুত্র জানায়, সাহিদুজ্জামান শিপু ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিত্তবৈভরে মালিক হন। সুত্রটি জানায় উড়তি বয়সের ছেলেদেরকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে গেছেন। এছাড়া তিনি এলাকায় একজন সুদ ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিত। এদিকে নিজের রাজনৈতিক ভীত মজবুত করতে বিভিন্নজনকে অকাতরে অর্থদান শুরু করেন। শিপু কত কোটি টাকার মালিক হয়তো সে নিজেও জানে না। স্ত্রীর নামে পোস্ট অফিসে কিছু সঞ্চয় করেছেন। এছাড়া নিজের নামে কোন ব্যাংকে টাকা রাখেননি এমনকি জমিও কেনেননি। তবে ওইসকল টাকা সোনার বার কিনে মজুদ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া মেহেরপুর গাংনী, কুষ্টিয়ার কিছু এলাকার মাদকের নিয়ন্ত্রণ করেন এই সাবেক ছাত্র নেতা। এছাড়া রয়েছে নারী কেলেঙ্কারীতে পারদর্শিতার অভিযোগও।

মাদক, সন্ত্রাস ও অনলাইন জুয়াড়ি বিষয়ক শিপুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত তার অনলাইন জুয়ার আখড়ায় হানা দেয় পুলিশ। শুধু শিপুই নয়, তার সাথে তার আরো পাঁচজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। বেরিয়ে পড়ে থলের বিড়াল। সম্প্রতি গাংনী বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ ও উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিপু নিজেই বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১১ জনের নামে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হন। একটি সুত্র জানায়, শিপু নিজেই একজন অঘটন ঘটন পটিয়শি। নিজেই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিএনপির ওপর দায় চাপিয়েছেন। প্রশাসনও বিষয়টি আচ করতে পেরে গোপন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। তবে এব্যাপারে প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মর্তারা মুখে কোলুপ এঁটেছেন।
অপর একটি সুত্র জানায়, শিপু সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহন ও রাজনীতিতে তার পদার্পন। তাই সাবেক এমপি মকবুল হোসনে কে তিনি কোনদিনই পরিত্যাগ করেননি। বর্তমান সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সাথে মিশে থেকে কফিনের শেষ পেরেকটি মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। অনলাইন জুয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই কুটকৌশলের পখথটি রুদ্ধ। অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তার ব্যাক্তিগত কার্যালয় থেকে শিপুসহ আরো পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলে তার অফিস এলাকা এখন সুনশান নিরবতা। এর শেষ দেখার অপেক্ষায় আছেন অনেকেই। শিপু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বর্তমানে কারান্তরীণ। সহসা জামিন না

পেলেও জামিনে যখন বের হবেন তখনও কি তার দাপট থাকবে, না কী শিক্ষা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তা দেখার অপক্ষোয় গাংনীবাসী।

এদিকে, শিপু আটকের পর তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পদধারী অনেক নেতা প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু পুলিশ অনড় থাকায় কোন সুপারিশ কাজে আসেনি।
আজ রবিবার শিপুর রিমাণ্ড আবেদনের উপর শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬ জন কারাগারে

মেহেরপুরে গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় কারাগারে পাঠানো হলো গাংনীর সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের পিএস জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুসহ ছয়জনকে।
তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মামলা দিয়ে আদালাতে প্রেরণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে গাংনী থানার এসআই জগদিশ চন্দ্র বসু বাদী হয়ে সাহিদুজ্জামান শিপুসহ ৯ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-২২, তারিখ-১৪/১২/২২ ইং। কারাগারে পাঠানো আরো ৫ আসামি হলেন- গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল, বিপুল হোসেন, চঞ্চল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। বাকি ৩ আসামি পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন- সাহারবাটির জামিরুল ইসলাম, এলাঙ্গীর জামিরুল ইসলাম, এবং কাজিপুরের তপন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গতকাল বুধবার বিকালে তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠালে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের সহায়তায় অনলাইন জুয়া ওয়ান

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জন আটক

অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের পিএস জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুসহ ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা থেকে দীর্ঘ সময় গাংনী শহরে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায় মেহেরপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম। অভিযানে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, ডিবির ওসি সাইফুল আলমসহ ডিবি পুলিশ ও পুলিশের একাধিক টিম অংশ নেয়।
অভিযান শেষে রাত ১১টার দিকে তাদেরকে মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আটকরা হচ্ছেন- সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী সরকারি কলেজের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল, গাংনী বাজার কমিটির সদস্য বিপুল হোসেন, মালসাহ গ্রামের চঞ্চল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উত্তরপাড়া শাহিদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। শিপুর মাধ্যমে অনেক মানুষ জুয়ার খেলার সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে বিদেশে। এমন অভিযোগে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের দুটি দল রাতে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায়। এসময় শিপুসহ কয়েকজন সেখানে প্রতিদিনের ন্যায় বসে ছিল। তাদের ব্যবহৃত ১৪টি মোবাইল ডিভাইস জব্দ করে প্রাথমিক পরীক্ষা করে। দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে রাত ১১টার দিকে তাদের ছয়জনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যায়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন জানান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ছয় জনকে অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ায় তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে ১৪টি মোবাইল ও সিম জব্দ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ ও ডিভাইসগুলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা

অনলাইন জুয়ার হোতা ময়না মেম্বরের সাব এজেন্ট শিমুল গ্রেফতার

অনলাইন জুয়ার দূর্গ মুজিবনগরের কোমরপুরে অভিযান চালিয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট জিহাদ আলী ওরফে শিমুল (১৯) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর গ্রামে জিহাদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জিহাদ আলী গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। তাকে ২৫ আগস্টের বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলের ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখানো হয়েছে।

শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট পরিচালনা করতো এবং পরে গোপালপুরের নাসির শাহ এবং মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।
এদিকে পুলিশ জানায়, জিহাদ আলী ওরফে শিমুলের কাছে থেকে একটি রেডমি নোট টেন এস ব্যাণ্ডের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ

৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়। এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বও ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

পুুলিশ আরো জানায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো ভুয়া জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে বিকাশ/উপায়/নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সিম সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার

করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী একজনপ্রতিনিধি, একজন ইউপি সদস্য, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের কাছে থেকে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটিপতি বনে গিয়েছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক মর্যাদার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের নাম পরিচয় দেওয়া হলো না। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে এসকল অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ হলে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যারা মাসোহারা নিতেন তাদেরও দুর্দিন যাচ্ছে। কোন রাজনৈতিক নেতা, কোন সাংবাদিক কতটাকা মাসোহারা নিয়েছেন তা মেহেরপুর প্রতিদিনের বিভিন্ন সংবাদে উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে আরো উঠে আসবে।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন নিচের লিঙ্কগুলোতে

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-

নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট রাজন আলীকে (২০) আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ২২ হোতাকে আটক করেছে। ফলে অনলাইন জুয়ার দূর্গ তছনছ হতে শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এসআই মনিনের নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ফিলিং স্টেশনের কাছে থেকে পুলিশের যৌথ টিম তাকে আটক করে। তার কাছে থেকে একটি আইফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজন সরদার কোমরপুর গ্রামের ইমদাদুল হক ওরফে ইন্তা সরদারের ছেলে। রাজন রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট মেলবেট ও লাইনবেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তার ফুফাত ভাই রোহান ওরফে ইয়েন, অর্নব আহমেদ, নুরপুরের আসিফ হাসান। তার চ্যানেলের নাম মেলবেট রাজন নাগাদ ও মেলবেট রাজন বিকাশ।

জানা গেছে, রাজন আলী সরদারের বাবা ইন্তা সরকার ৩ বছর আগেও স্বর্ণকার হিসেবে সোনার গহণা তৈরি করতো। করোনার শুরুর দিকে যখন অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হয় তখন মেলবেটের একটি চ্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করে রাজন আলী। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এর পর কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করে চোখ ধাঁধানো ডেকোরেশন দিয়ে গড়ে তোলেন রোহান জুয়েলার্সসহ তিনটি জুয়েলারি দোকানের মালিক। প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের দুটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। যখন যেটা মন চাই তখন সেটা ব্যবহার করেন।

বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ নিচের লিঙ্কগুলোতে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

[redacted]

[redacted]

এসময় সাইদুর পুলিশকে জানায়, তার মোবাইলে রেড্ডি নামের অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার সাইট লাইনবেটের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে তার মোবাইলে ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬১ টাকা রয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে তাদের আদালাতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে আটক সাইদুরসহ অন্যরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করে। যে কটা বিশ্বাস অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ২০ অক্টোবর রাতে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে। তারা হলেন- মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩) কে আট করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ

মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে এ নিয়ে ১৬ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিক্রয়ের সময় হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সজিব খান (২৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। আটক সজিব খান মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শহিদুল খানের ছেলে। ডিবি পুলিশের হাতে প্রথম আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো সে।

জানা গেছে, শ্যামপুর এলাকার সালাহউদ্দিন নামের এক সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে অনলাইন জুয়া মেলবেট এর এজেন্ট বিক্রি করবে বলে ১৬ লাখ টাকা নেয় সজিব খান। গতকাল শনিবার বিকালে এজেন্ট সিম বিক্রি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালিয়ে সজিব খান কে আটক করে। এসময় সজিব খানের কাছে থাকা মোবাইল ফোন সার্চ করে জানা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা বাজারের ঠিকানা ব্যবহার করে সেখান থেকে ‘মায়ের দোয়া টেলিকম’ নামে নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে মেলবেট জুয়ার এজেন্ট হিসেবে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সাথে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেন গোপালপুর গ্রামের শহিদুল শাহর ছেলে নাসির শাহ। সম্প্রতি নাসির শাহ মেহেরপুরের এক সাংবাদিককে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে তার সংবাদ প্রকাশ না করা হয়, এমন তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

গত ২৪ আগষ্ট ডিবি পুলিশ প্রথম গোপালপুরে অভিযান চালিয়ে বদরুদ্দোজা রয়েল কে আটক করে। রয়েল তার স্বীকারোক্তিতে ১৫ জনের নাম বললেও তার সহযোগী সজিব খান ও নাসির শাহ এর নাম স্বীকার করেনি। যাতে করে সজিব ও নাসির ধরাছোয়ার বাইরে থেকে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রয়েলের কাছে থেকে উদ্ধারকৃত আলামত থেকে তদন্ত করে ডিবি পুলিশের সজিব খানের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাকে নজরদারীতে রাখে। অবশেষে সদর উপজেলার শ্যামপুর এলাকা থেকে তাকে হাতে নাতে এজেন্ট সিমসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেয়ে নাসির আগে থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ দেখতে পড়ুন নিচের লিংকগুলো

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬ সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেট, বেট উইনারসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে। মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে অনলাইন জুয়ার আরো চার এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার অপরাধ বিভাগের এসআই মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথভাবে মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩)।

এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ ২২২৩৪ লেখা আছে। সিম দুটির আসামি তরিকুল ইসলামের নিকট থেকে জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার নগদ টাকাও জব্দ করা হয়েছে।পলাতক আসামি শাহীনের ফেলে যাওয়া ইনফিনিক্◌্র হট ১২ মডেলের ফোন থেকে ০১৬১২৬৯৪৫৭৩ ও ০১৮১৬৯৫৬৩৪২ সিম জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া সিম বাদেই একটি ভিভো ওয়াই৭৬ ফাইভজি মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামের ফেলে যাওয়া রিয়েলমি ৮ মডেলের মোবাইল ফোন থেকে ০১৩১৬৯১৮৮৮৯ সিম পাওয়া গেছে। রবি কোম্পানীর এসএমই ৪.৫জি নতুন ১০ টি সিম, কার্ডযার প্রতিটি প্যাকেটের স্টীকারে আলাদা আলাদা নম্বর লেখা রয়েছে। সিম কার্ডগুলো পলাতক শাহীনের বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহারে বাদী বলেন, বিভিন্ন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, এক শ্রেনীর অসাধু লোক রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনিয়ার. এবং ওয়ালমেট এর সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এসব সাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যাতিরেকে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন, মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায়য়ে কতিপয় সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর যোগসাজসে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

এসব অনলাইন জুয়া সাইটের সাব এজেন্টের ভূঁয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন

অনলাইন জুয়ার সংবাদগুলো পড়ুন

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ